দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি

দেশের ৬৯০ জন কলেজ শিক্ষকের অনেকদিনের প্রত্যাশিত পদোন্নতির ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত করা হলো না। তাদের সহযোগী অধ্যাপক পদে প্রমোশনের প্রশ্নটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তাদের পদোন্নতি অনুমোদন করেন। এরপর তো আর দেরী হবার কথা নয়। চিঠি পৌঁছে যাওয়ার কথা যার যার হাতে। কিন্তু তা হয়নি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, অনুমোদিত ফাইলটির উপর এখনও 'পোস্টমর্টেম' চলছে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও গাফিলতির কবলে পড়ে সে ফাইল এখনও সচিবালয়ের অলিগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সরকারী কলেজ শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য পদোন্নতিসহ অন্যান্য দাবীতে গত বছর আন্দোলন করেছেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সকলের কাছ থেকেই বিভিন্ন সময় নানা রকম ঘোষণা, আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। কিন্তু বাস্তব ফল তেমন পাওয়া যায়নি। দ্বারে দ্বারে ধরনা দেওয়াই কেবল সার হয়েছে।

অনেক তেল খরচের পর দেশের বিভিন্ন কলেজের ৬৯০ জন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ গিয়ে পৌঁছায় রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরও কাজ হলো না।

ইতোমধ্যে সাবেক সরকারের পতনের পর সেই অনুমোদিত ফাইলের উপর নাকি আবার নতুন করে 'ফাইলওয়ার্ক' শুরু হয়েছে। পদোন্নতির তালিকাভুক্ত কয়েকজনের বিরুদ্ধে নাকি যোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে। আর সে জন্যে পুরো তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠানো হয়। কিন্তু ফাইলটি ফেরত আসে। কারণ বিভাগীয় সুপারিশ এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ফাইল আবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠানোর নিয়ম নেই।

এরপর সম্প্রতি শিক্ষা অধিদফতর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছে তাদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। প্রায় দেড়/দু' হাজার সহকারী অধ্যাপকের কাছ থেকে তথ্য পেতে অনেক সময়ের দরকার হবে সন্দেহ নেই। এর সোজা অর্থ হচ্ছে শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টি আবারও অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা।

ইতোমধ্যে পদোন্নতির জন্য তালিকাভুক্তদের মধ্যে ১৩ জন অধীর আগ্রহে দিন গুনতে গুনতে শেষ পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অন্যরা হা-পিত্যেশ করছেন। শেষ পর্যন্ত জীবদ্দশায় বা কর্মক্ষম অবস্থায় কয়জনের কপালে প্রমোশন জুটবে সে প্রশ্ন উঠেছে।

শিক্ষকদের সময়মত নিয়ম অনুযায়ী প্রমোশন, তাদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের অবস্থার বাস্তব উন্নতি না ঘটিয়ে তাদের কাছ থেকে উন্নতমানের কাজ আশা করা যায় না। 'বঞ্চিত' মনোভাবের আন্তর্জ্বালায় পীড়িত শিক্ষকরা ছাত্রদের কিছু দিতে পারেন না। ফলে স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান কমছে। পরীক্ষায় ফেলের হার বাড়ছে। উপযুক্ত মানমর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এরকম অবহেলা থাকায় শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মেধাবী তরুণদের পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এটা আশংকার ব্যাপার।

তাই আমরা বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি অবিলম্বে কার্যকর করা হোক। নতুন করে তথ্য সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এ তালিকা তৈরী হয়েছে নিয়ম অনুযায়ী, বিভাগীয় সুপারিশের ভিত্তিতেই। কারও সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে সেটা বিবেচনাধীন বা পরে সমন্বয়যোগ্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এ কারণে সকলের পদোন্নতির ব্যাপারে নতুন করে বিচার-বিবেচনা শুরু করার যৌক্তিকতা কোথায়?